লেখা বা বিবর্ণ নোট নিতে অস্বীকার করতে পারবে না ব্যাঙ্কগুলি : আরবিআই

মুম্বই, ৩০ এপ্রিল: অনেক সময়ই দেখা যায় নোটের উপর পেনের কালিতে লেখা আছে কোনও নাম, চিহ্ন বা নম্বর, আবার ছোটো খাটো কোনও বাক্য ও বিভিন্ন রংয়ের পেনের কালিতে লেখা আছে সেই দৃশ্য খুব একটা নতুন নয়। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমন নোটও চোখে পড়ে বহুদিন ব্যবহারের ফলে বিবর্ণ হয়ে গেছে। সম্প্রতি এই নোট নিতে অস্বীকার করছে ব্যাঙ্কগুলি, এমন অভিযোগ ওঠার পর নড়েচড়ে বসল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের তরফে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ২০১৪'র ১ জানুয়ারি থেকে বাজারে এসেছে এমন নোটে যদি কিছু লেখা থাকে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সেগুলি গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনুমতিতে ব্যাঙ্কগুলিকে এই ধরণের নোট না নেওয়ার বিষয় কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তারা এই ধরণের নোট গ্রহণ করতে কোনও বাধা নেই। প্রসঙ্গত, কিছুদিন ধরে হোয়াটস্যাপ, ফেসবুকের মতো সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলিকে একটি বার্তা বারবার ঘোরাফেরা করছে যে কোনও নোটের উপর কিছু লেখা থাকলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। কোনও ব্যাঙ্ক এই ধরণের নোট গ্রহণ করবে না। এরপরই আরবিআইয়ের কাছে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের একাধিক শাখায় কলম দিয়ে লেখা রয়েছে এমন নোট বা ধূসর হয়ে গেছে সেই ধরণের কোনও নোট গ্রহণ করা হচ্ছে না। সম্প্রতি নোট বাতিলের পর আরবিআইয়ের পর ২০০০ ও ৫০০ টাকার নোট বাজারে ছাড়া হয়েছে সেই সদ্য প্রকাশিত নোট গুলিতে কিছু লেখা থাকলে তা বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। এরপরই সার্কুলার জারির নির্দেশ দেয় আরবিআই। প্রসঙ্গত, চার বছর আগে এই ধরণের একটি গুজব রটেছিল। হঠাৎ করেই গুজব ওঠে যেসব নোটের উপর লেখা রয়েছে ২০১৪'র পর কোনও ব্যাঙ্ক সেগুলিকে গ্রহণ করবে না। সে সময়ও আরবিআই বিবৃতি জারি করে জানায়, এই ধরণের কোনও নির্দেশ সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলিকে দেওয়া হয়নি। একই সঙ্গে নোটের উপর কিছু না লিখতে ব্যাঙ্ক কর্মীদের কিছু না লিখতে নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। এবারও একই কথা জানিয়েছে তারা। আরবিআই বলেছে, যদি কোনও নোটে কিছু লেখা হয়ে থাকে বা বহু ব্যবহারের ফলে সেগুলি ধূসর হয়ে যায় সেই নোটগুলি আরবিআইয়ের ক্লিন নোট পলিসির আওতায় পড়বে। সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলিকে সেই মতো ব্যবস্থা নিতে হবে।

গতবছর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে নোট বাতিলের কথা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাজার থেকে তুলে নিয়ে তার বদলে ২০০০ ও নতুন ৫০০ টাকার নোট চালু করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। নোট বাতিলের পর কয়েক সপ্তাহ লেগে যায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে। ডিমনিটাইজেশনের ঠিক পরেই ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিসগুলির বাইরে মানুষের যে লম্বা লাইন চোখে পড়েছে সেই স্মৃতি এখনও ফিকে হয়ে যায়নি। পরবর্তী কয়েকদিন ২০০০ টাকার নোট পাওয়া গেলেও সেই নোট ভাঙাতে গিয়ে ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয় মানুষকে।

কারণ সেই সময় চাহিদার তুলনায় খুচরোর জোগান খুব কম ছিল। পরবর্তী সময়ে ৫০০ টাকার নোট বাজারে এসে সমস্যার কিছুটা সুরাহা হয়। এরপর ১০০টাকার নোট ও ১০ টাকার কয়েন দিয়ে খুচরো সমস্যার সমাধান করে আরবিআই।

চাহিদা জোগানের অনুপাতে ভারসাম্য আসতেই ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস ও এটিএমের বাইরের লম্বা লাইন ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি। তবে ৫০০ ও ২০০০ টাকার নোট নিয়ে আম-আদমিকে নতুন সমস্যায় পড়তে হয়েছে বলে অভিযোগ। উক্ত নোটগুলির উপর কিছু লেখা হয়ে থাকলে তা ব্যাঙ্কগুলি গ্রহণ করবে না এই গুজব ওঠার পর সমস্যায় পড়তে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। এই পরিস্থিতিতে আরবিআইয়ের হস্তক্ষেপ সমস্যা সমাধানের পথ প্রশস্ত করল সন্দেহ নেই।

আলোচনার আগে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চান মেহবুবা

মুম্বই, ৩০ এপ্রিল : বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে বৈঠকে বসার আগে উপত্যকায় শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে চান জম্মু এবং কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি।বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধবের সঙ্গে তাঁর বৈঠকে এই মন্তব্যই করেছেন মেহবুবা। তিনি আরও বলেছেন, ২-৩ মাস পরপরই জম্মু-কাশ্মীরের পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়।আগামী কয়েকমাস আরও বিপজ্জনক কিছু অপেক্ষা করে আছে সম্ভবত।তাই উপত্যকায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে এনে তারপরই আলোচনা শুরু করা উচিত। মেহবুবা মনে করিয়ে দিয়েছেন, কাশ্মীর সমস্যা কমপক্ষে ৭০ বছরের পুরনো।কাজেই একদিনে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে কেন্দ্রকে আলোচনা শুরু করার জন্য কাশ্মীরের বার অ্যাসোসিয়েশন সুপ্রিম কোর্টে একটি আবেদন করেছিল।কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, দেশে মূল ধারার মধ্যে ফিরে না এলে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা নয়। এই বিষয়টি নিয়ে এদিন মেহবুবা মুফতির সঙ্গে আলোচনা করেন রাম মাধব। সেই সময়ই মেহবুবা তাঁকে বলেন, কেন্দ্রেরই উচিত, রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ও শান্তি ফিরিয়ে আনতে বিপথগামী যুবকদের সঙ্গে আলোচনা করা।

হাওড়া পৌর নিগম
হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস্, পদ্মপুকুর
৯, আন্দুল রোড, হাওড়া-৭১১ ১০৯
টেলিফ্যাক্স: (০৩৩) ২৬৮৮৫৫২০

সংবাদপত্রে প্রকাশনার জন্য দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

কার্যনির্বাহী বাস্তুকার, এইচডব্লুডব্লুপিপি, এইচএমসি নিম্নলিখিত দরপত্র আহ্বান করছে। আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হবে প্যান কার্ড, আপডেট ভ্যাট, পিটিসিসি, আইটিসিসি'র শংসাপত্র।

ক্রম সংখ্যা	কাজের নাম	দরপত্র নম্বর এবং তারিখ
০১.	বার্ষিক ২৫০ মেট্রিক টন অথবা আংশিক পলি অ্যালুমিনিয়াম সরবরাহ, ১০ শতাংশ ক্লোরাইড এইচবি ১৫৫৭৩:২০০৫ হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস পদ্মপুকুর।	এইচএমসি/এইচডব্লুডব্লু/পি-০১/১৭-১৮ তারিখ: ২১.০৪.২০১৭

দরপত্র জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখ: ০৫.০৫.২০১৭ বিকাল ৫টা পর্যন্ত
৩৯(৪)/১৭-১৮
২৯.৪.১৭

মাইথন অ্যালয়েজ লিমিটেড
CIN:L27101WB1985PLC039503
রেজি: অফিসঃ- আইডিয়াল সেন্টার, ৫ম তল, ৯, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭
Email: office@maithanalloys.com,
Website: www.maithanalloys.com
ফোন - ০৩৩-৬৪৫০-২২২৮, ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৯০-০৩৮৩

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, মাইথন অ্যালয়েজ লিঃ-এর ৩১ মার্চ, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ও একত্রিত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য প্ল্যান্ট অফিস, কল্যাণেশ্বরী, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১৩৩৬৯, ঠিকানায় ৯ মে, ২০১৭ তারিখে পরিচালকবর্গের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
উক্ত বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.maithanalloys.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com ও www.bseindia.com পাওয়া যাবে।

মাইথন অ্যালয়েজ লিমিটেড-এর পক্ষে
রাজেশ কে শাহ
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৯/০৪/২০১৭

শুভেচ্ছা...

রবিবার কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন, আবাসন, শহুর দারিদ্র দূরীকরণ, তথা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু হায়দরাবাদে দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার বিজয়ী কে বিশ্বনাথকে পুষ্প স্তবক দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

ভারতে বেড়ে চলেছে টেলিকম ব্যবহাকারীর সংখ্যা : ট্রাই

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল: দ্রুত বাড়ছে মোবাইল ও ল্যান্ড লাইন ব্যবহাকারীর সংখ্যা। দেশের সর্বত্রই ছবিটা কম-বেশি একই। এমনই দাবি টেলিকম ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ট্রাইয়ের। টেলিকম রেগুলেটারি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছে, ২০১৭'র ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত দেশে মোবাইল ও ল্যান্ড লাইন ব্যবহাকারীর মোট সংখ্যা ১.১৮ বিলিয়নয়ের সীমা ছাড়িয়েছে।

বৃদ্ধির হার হল প্রতিমাসে ১.১৭ শতাংশ। টেলিকম বাজার দ্রুত সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যাও। চলতি বছরে নতুন ১৩.৭৫ বিলিয়ন মানুষ মোবাইল ব্যবহার করবেন। তবে মোবাইল ব্যবহাকারীর তুলনায় ল্যান্ড লাইন ব্যবহারকারীদের সংখ্যা যে কম তাও পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট। প্রসঙ্গত, গত কয়েকমাসে ভারতে টেলিকম ক্ষেত্রের চালচ্চিত্রে অনেকটাই পরিবর্তন এসেছে।

বিশেষ করে রিলায়েন্স জিও বাজারে আসার পর গ্রাহক টানার লড়াই নতুন মাত্রা পেয়েছে। নতুন অফারের ডালি নিয়ে হাজির হয়েছে ভারতী এয়ারটেল, ভোডাফোনের মতো বিভিন্ন টেলিকম সংস্থা। টেলিকম বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে মোবাইল শুধু কথা বলার বস্তু নয়। এর মাধ্যমে বিনোদনের পাশাপাশি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ কর্ম করে থাকেন গ্রাহকরা। ফলে বাড়ছে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা। পরিসংখ্যান বলছে এ দেশের যত মানুষ কম্পিউটার বা ল্যাপটপের সাহায্যে ইন্টারনেট ব্যবহার করে তার থেকে বেশি মানুষ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেট ব্যবহার করে থাকে। বিশেষ করে ৩জি ও ৪জি পরিষেবা চালু হওয়ার পর সেই চাহিদা আরও বেড়েছে। এখন গ্রাহকরা ইচ্ছা করলে কয়েক মিনিট বা সেকেন্ডের মধ্যে গান ও সিনেমা বা কোনও ফাইল ডাউনলোড করতে পারেন। স্মার্ট ফোনের সৌজন্যে যে কোনও ধরণের ফাইল 'রিড' করাও অনেক সহজ। ট্রাইয়ের হিসাব বলছে জানুয়ারির শেষে যেখানে দেশের টেলিফোন সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা ছিল ১১৭৪.৮০ মিলিয়ন। সেখানে চলতি বছরের দ্বিতীয় মাসেই তা বেড়ে হয়েছে ১১৮৮.৫ মিলিয়ন।

শতাংশের হিসাবে এই বৃদ্ধির হার ১.১৭ শতাংশ। শহরের শহরের তুলনায় টেলিকম ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমেছে গ্রামাঞ্চলে। উক্ত সময়ে নতুন গ্রামীণ ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪৯৬.৩৯ মিলিয়ন থেকে কমে হয়েছে ৪৯৩.৬৫ মিলিয়ন। উল্লেখ্য, বর্তমানে টেলিকম বাজারের আয়তনের নিরিখে ভারত চিনের পর দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION-TENDER

Name of the Department : **Parks & Squares;** Tender invited & to be received by : **DY. C.E.(P&S);** Name of the work & Location; Estimated amount; Time and Last date of receipt/opening of Tender papers are as follows : **Extension of roadside garden with additional beautification work as well as in the Extg. portion at the Eastern Side of E.M. Bypass at Junction of Patuli towards North in Ward No. 110, Br.-XI; ₹ 4,84,328.33 on 12.05.2017 at 12 Noon/12.30 p.m.** For detailed information please visit KMC website **https:// www.kmcgov.in**

Name of the Department : **Roads;** Tender invited & to be received by : **Director General (Roads);** Name of the work & Location; Estimated amount; Time and Last date of receipt/opening of Tender papers are as follows : **(1) Repairing of Chowbhaga Road from Mundapara X-ing to Heritage Engineering College in Ward No. 108, Br.-XII; ₹ 4,38,207.33; (2) Urgent repairing of damaged road surface at different roads by laying hotmix under Br.-XV; ₹ 4,06,638.72 on 16.05.2017 at 12 Noon/12.30 p.m (for sl. no. 1 & 2).** For detailed information please visit KMC website **https:// www.kmcgov.in (for sl. no. 1 & 2).**

Name of the Department : **Engineering(Civil), Br.-XV, GRU;** Tender invited & to be received by : **Executive Engineer(C), Br.-XV;** Name of work & Location; Estimated amount; Time and Last date of receipt/opening of Tender papers are as follows : **(1) Desilting of drains at Hajiratan Imlitola, Hajiratan Lanes & Bye Lanes & Kismat Dum Dum Lanes & Bye Lanes in Slum area in Ward No. 139; ₹ 2,82,231.82; (2) Removal of Silt from Y-2/59 K.B. Road through beside Lal Mosque to Y-2/159/F Paschim Jala Nikashi slum area in Ward No. 140; ₹ 1,62,359.48; (3) Removal of Silt from surface drain at Majnu Gali, Chatkal Bustee, Sajda Gali, Hospital Road, Naya Bustee under slum area in Ward No. 141; ₹ 1,43,899.44; (4) Removal of Silt from sewer line at Bagdi Para Road & Ayub Nagar Road under slum area in Ward No. 141; ₹ 1,38,634.17; (5) Improvement of passage and ancillary work between Mudialy Girls High School and Pr. No. N-211 etc. in Ward No. 133; ₹ 3,83,822.21; (6) Repairing of C.C. passage, surface drain and removal of Chowkage etc. at Ramnagar Lane and its bye lane in Ward No. 133, Slum area; ₹ 2,49,318.73; (7) Maintenance & repairing of I.P. passage & allied works at Tikiapara, Kasaipara, Bangali Bazar etc. different places slum area near Pre. No. P-179/1, I-163, G-181/A, B-6/1 etc. in Ward No. 135; ₹ 2,72,392.13 on 12.05.2017 at 12.30 P.M./1.00 P.M (for sl. no. 1 to 7); (8) Restoration of passage adjacent to Illius Mosque at Q-566, Akra Road in Ward No. 139; ₹ 4,29,676.46; (9) Removal of Silt from surface drain at Akra Road Cotton Mill lane in Ward No. 137; ₹ 2,77,760.45; (10) Maintenance of Sewer Lines, Manholes, Catch Pits etc. & allied works at different places in Ward No. 138; ₹ 2,62,349.89; (11) Removal of Silt from Dr. A.K. Road nikashi cover drain with allied works from Pre. No. Y-34/1 to Sofi Kath Gola Junction in Ward No. 138; ₹ 1,79,065.49; 12) Removal of Silt from Panchpara lane nikashi cover drain with allied works in Ward No. 138; ₹ 1,94,663.03; (13) Maintenance of road by laying hot mixture at Jugipara Road, Panchpara Road, Murray Road with allied works in Ward No. 138; ₹ 2,58,419.52 on 11.05.2017 at 12.30 P.M./1.00 P.M. (for sl. no. 8 to 13); (14) Maintenance & repairing work of drain at Bangalibazar, khansamapara, Dhankheti etc. near Pre. No. P-84/A/1, G-403, B-64 etc. various location in Ward No. 135; ₹ 2,56,812.40 on 16.05.2017 at 12.30 P.M./1.00 P.M.** For detailed information please visit KMC website **https:// www.kmcgov.in (for sl. no. 1 to 14)** 96/17-18

ব্লক পরিদর্শনে ইউনিসেফ

এলাকা ঘুরে দেখছেন ইউনিসেফের প্রতিনিধি দল।

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাহেবগঞ্জ: এক সময় খোলা জায়গায় মলত্যাগ করত সাধারণ মানুষ। এবার সেই জায়গাগুলিতে গাছ লাগিয়ে সৌন্দার্যয়ানের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হয়েছে কোচবিহার জেলার দিনহাটা ২ নং ব্লক প্রশাসন। এই কাজকে সফল করতে ব্লকের সব গ্রাম পঞ্চায়েত ও সাধারণ বাসিন্দারা সহায়তা করছেন। প্রসঙ্গত, কুচবিহার জেলা ইতিমধ্যেই নির্মল জেলা হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। জেলার মধ্যে 'মিশন নির্মল বাংলার' কাজ প্রথম শুরু হয় দিনহাটা ২ নং ব্লকে। সরকারি অর্থের অপেক্ষায় না থেকে ব্লক এলাকার বাসিন্দারা নিজেদের টাকাতেই নিজেদের শৌচাগার তৈরি করেন। যারা খোলা মাঠে শৌচ কর্ম করতেন তারাও ধীরে ধীরে বাড়ির শৌচাগার ব্যবহার করতে শুরু করে। দিনহাটা ২ নং ব্লক প্রশাসনের আন্তরিক প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। উন্মুক্ত শৌচ কর্মের জায়গাগুলিতে গাছ লাগিয়ে সৌন্দার্যয়নের যে অভিনব উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে তাতেও সমর্থন জানিয়েছেন তারা। গাছ লাগিয়ে সৌন্দার্যয়নের এই পরিকল্পনার নামকরণ হয়েছে মুক্তি। দিনহাটা ২ ব্লকের সঙ্গে সঙ্গে গোটা জেলায় মুক্তি প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। নিজেদের অর্থে নিজেদের শৌচাগার ইতিমধ্যেই গোটা জেলায় সারা ফেলেছে। চিরাচরিত সেনেটারি মার্টের মাধ্যমে শৌচাগার তৈরি ব্যবস্থাকে পিছনে ফেলে দীর্ঘ ১ বছরের চেষ্টায় 'সমুদয়' পরিচালিত সার্বিক স্বাস্থ্য বিধান পদ্ধতিতে শৌচাগার নির্মাণ করে গোটা রাজ্যের নজর কেড়েছে দিনহাটা ২ নং ব্লক। বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন এই ব্লকের স্যানিটেশানের কাজকর্ম দেখতে উপস্থিত হয়েছিলেন ইউনিসেফের প্রতিনিধিরা। সম্প্রতি ব্লক এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সঙ্গে সঙ্গে কয়েকমাস আগে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়া ছিটমহলগুলি ঘুরে দেখেন তারা। এলাকার পরিস্থিতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন ইউনিসেফের প্রতিনিধিরা। সেই সঙ্গে 'মুক্তি' এলাকাগুলি ঘুরে দেখেন তারা। কথা বলেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। ইউনিসেফের প্রতিনিধিদের পরিদর্শনকালে তাদের সঙ্গে ছিলেন দিনহাটা ২ ব্লকের বিডিও দেবলকুমার উপাধ্যায়, কোচবিহার জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মমতাজ বেগম। ব্লক রিসোর্সের সদস্য সৈকত সরকার প্রমুখ। গোবরাছড়া-নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১২ বিঘা জমিতে অবস্থিত একটি পুকুরের চারধারের সৌন্দার্যয়নের দৃশ্য মুগ্ধ করে ইউনিসেফের প্রতিনিধিদের।

প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য চৈতালি মন্ডল জানিয়েছেন, দিনহাটা ২ ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে যে মহত প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে তা নিঃসন্দেহ প্রশংসার দাবি রাখে। প্রসঙ্গত, ক্ষমতায় আসার পর 'নির্মল বাংলা' গড়তে উদ্যোগী হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন জেলা সফরে গিয়ে তিনি শৌচালয় ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই উদ্যোগের সুফল কিছুদিনের মধ্যেই চোখে পড়তে শুরু করে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বহু জেলা 'নির্মল' জেলা হিসাবে ঘোষিত হয়েছে। যার অন্যতম হল কোচবিহার। উত্তরবঙ্গের নির্মল জেলা কোচবিহারের দিনহাটা ২ নং ব্লকের উদ্যোগ তাই প্রশংসার দাবি রাখে।

দ্বিতীয় দিনে ২০০ কোটির ক্লাবে বাহুবলী-২

নয়াদিল্লি, ৩০ এপ্রিল: মুক্তির মাত্র ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই ২০০ কোটির ক্লাবে ঢুকে পড়ল বাহুবলী-২। বক্স অফিসের হিসাব বলছে, শুক্র ও শনিবার চুটিয়ে ব্যবসা করেচে দক্ষিণী সিনেমাটি। যে দুরন্ত গতিতে এগোচ্ছে বাহুবলী-২ : দ্যা কনক্লুশান তাতে প্রতিদিনই মাইলস্টোন ছোবে সিনেমাটি তা বলা বাহুল্য। এখন পর্যন্ত ভারতে বাহুবলী ব্যবস্থার পরিমাণ ১৫০ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। বিদেশে ছবিটি ব্যবসার পরিমাণ প্রায় ৭৪ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে মোট ২২৩.৯ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে বাহুবলী-২। ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের মধ্যে সারা ফেললেও ব্যবসার নিরিখে ইউরোপকে ফেছনে ফেলে দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে ছবিটি ব্যবসা করেছে ভারতীয় মুদ্রায় ৫০.৭২ কোটি টাকা। প্রসঙ্গত, বাহুবলীর প্রথম সংস্করণ বাহুবলী দ্যা বিগিনিং সিনেমাটি ব্যবসা করেছিল ৬০০ কোটি টাকার বেশি। দ্বিতীয় সংস্করণের মতো প্রথমটিও ভারতের সঙ্গে বিদেশে বহু প্রেক্ষাগৃহে সারা জাগিয়েছিল। দুর্দর্ষ গ্রাফিক্স, গল্পে নিরেখ বুনন নায়ক প্রভাসের অভিনয়ের সুবাদে আসমুদ্র হিমাচল সিনে প্রেমীদের মধ্যে সারা জাগিয়েছিল বাহুবলীর প্রথম সংস্করণ। দ্বিতীয় পর্বেও সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছে ছবিটি। যার প্রমাণ বড় পর্দায় আসার মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে ১০০ কোটির ক্লাবের নাম নথিভুক্ত করণ। যেভাবে এগিয়ে চলেছে বাহুবলী-২ তাতে প্রথম পর্বের ৬০০ কোটির টাকার ব্যবসা ছুঁতে খুব একটা যে সময় লাগবে না সে বিষয়ে একমত সিনে সমালোচকরা।

প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিকালে দাঙ্গাল, সুলতান বা রুস্তমের মতো সিনেমা বক্স অফিসে যথেষ্ট সারা ফেলেছিল। দেশে-বিদেশে ভালো ব্যবসাও করেছিল বলিউডের ছবিগুলি। তবে মুক্তি পাওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে তাদের অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে দক্ষিণী সিনেমাটি। আগামী দিনে বাহুবলী কোন কোন রেকর্ড স্পর্শ করে এখন সেইদিকেই তাকিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগত।

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এমসি-১১৬-লরি হায়ারিং-এইচডব্লুএইচ-১৭, তাং ২৫.০৪.২০১৭। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ক্যারেজ এবং ওয়াগন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম :** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনের ক্যারেজ এবং ওয়াগন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পণ্য পরিবহনের জন্য ডিজেল চালিত লরি ভাড়ায় আবশ্যক। **টেন্ডার মূল্য :** ₹ ৬১,৫৫,২৬৬.৬১। **চুক্তির মেয়াদ :** কাজ শুরু দিন থেকে ৩৬ মাস অবধি। **প্রদেয় বায়না অর্থ : ₹ ৭১,৯১০।** অনলাইনে টেন্ডার জমা দেবার জন্য ওয়েবসাইটের বিশদ: **www.ireps.gov.in** অনলাইনে টেন্ডার দাখিলের মেয়াদ : ১৯.০৫.২০১৭ তারিখ থেকে ০২.০৬.২০১৭ তারিখ দুপুর ২ টো পর্যন্ত।
Adunique (হাওড়া-১৫/২০১৭-১৮)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ে-এর ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in থেকেও পাওয়া যাবে